R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২২শে নভেম্বর, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

কালান্তক মস্তিষ্ক প্রদাহ রোগের আডডা শহরের ভিতরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার সারা রাজ্যে এনকেফেলাইটিস বা মস্তিষ্ক প্রদাহ রোগ রোধে মশকের জন্ম নিয়ন্ত্রণে যখন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছেন ঠিক তখনই পুরসভা, প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যর্থতায় জঙ্গিপুরে মশার ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটছে। ড্রেনের আবর্জনা, পুকুরের কচুরীপানা প্রভৃতিই মশার বংশবৃদ্ধির অনুকূল স্থান। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে এন্‌কেফেলাইটিসে মৃত্যু অনিবার্য। অথচ গত কিছুদিন থেকে জঙ্গিপুর পুর এলাকায় মশার ব্যাপক উপদ্রব নাগরিকদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সন্ধ্যের পর, এমন কি দিনেও তারা রক্ত সংগ্রহের অভিযান অব্যাহত রেখেছে। আগে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ডিডিটি স্প্রের মাধ্যমে মশা নিধন করা হোত। এখন জঙ্গিপুরের ম্যালেরিয়া দপ্তরটি লাটে উঠেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরও এ ব্যাপারে কোন সক্রিয় ভূমিকা নেননি। পুরপতি বলেছেন, 'টাকা নেই। মেথররা ড্রেন ঠিকমত পরিষ্কার করে না। জঙ্গিপুরের প্রশাসন পুরসভাকে এ ব্যাপারে কোনরকম সহযোগিতা করছে না।' খড়খড়ি নদীর এক মাইল এলাকা জুড়ে কচুরীপানা কলোনী এলাকায় মশার উপদ্রব বাড়িয়েছে। বহুবার বলেও তা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চালের সঙ্গে বিদেশী মাল পাচার

ধুলিয়ান, ২২ নভেম্বর—বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, ধুলিয়ান শহরে রকমারী বিদেশী জিনিসের আমদানী হয় এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে সেগুলি পাচার হয়। এখন চালের বস্তার মধ্যে গুঁড়ো দুধ, রোলেকস, কর্পূর প্রভৃতি জিনিস পাচার করা হচ্ছে। আরো খবর, এই সব খুচরো চাল ব্যবসায়ীর দশ কুঃ চাল মজুতের সর্ত থাকলেও গোপনে ১০০ থেকে ১৫০ কুঃ চাল মজুত করে রাখে। বিদেশী দ্রব্য পাচারের সময় বেআইনী চালের মজুত কাজে লাগানো হয়। পাচার ছাড়াও এই সব সমাজবিরোধীরা চালের সঙ্গে কাঁকর, বালি প্রভৃতি মিশিয়ে প্রকাশ্যে সেই চাল বিক্রী করে।

প্রকাশ্যে জুয়া : রঘুনাথগঞ্জ থানার নবকান্তপুর, বাঁধের ধার ও পদ্মার ধারে খেজুরতলায় চায়ের দোকানগুলিতে প্রকাশ্যে রাতদিন জুয়াখেলা চলছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করছেন। নবকান্তপুর চায়ের দোকান থেকে জুয়ারীরা পথচারীণী মহিলাদের দেখে টিটকারী মারছে বলেও জানানো হয়েছে।

'বর্গাদার অপারেশন' পুরোদমে চলছে

রঘুনাথগঞ্জ, ২১ নভেম্বর—গতকাল প্রসাদপুর নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সিদ্ধিকালী, প্রসাদপুর, সেলালপুর মৌজায় বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করার বিশেষ অভিযান সম্পর্কিত একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জের ভূ-বাসন মণ্ডলাধিকারিক অনঙ্গমোহন ঘাঁটা. প্রধান অতিথি ও বিশেষ অথিতিরূপে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে, রঘুনাথগঞ্জ—১ উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক মিহিরকুমার পত্রনবীশ ও মুর্শিদাবাদের আযুক্ত ভূ-বাসন আধিকারিক তারাপদ লাহিড়ী। সভায় বিরাট জনসমাবেশ ঘটে এবং বক্তাদের বক্তব্যে বর্গাদাররা উৎসাহিত হন।

এস এস এ ফুটবল আসর জমে উঠেছে

সাগরদীঘি, ২২ নভেম্বর—সাগরদীঘি স্পোরটস্ এ্যাসোসিয়েসন পরিচালিত নক-আউট ফুটবল টুরনামেন্ট বেশ জমে উঠেছে। এখন পর্যন্ত চারটি খেলায় মুর্শিদাবাদ তরুণ সমিতি ১—০ গোলে বীরভূমের আমোদপুর প্লেয়ারস্ এ্যাসোসিয়েসনকে, ২৪ পরগণার বেলঘরিয়া স্পোরটিং ক্লাব ২—০ গোলে মুর্শিদাবাদ পুলিশ দলকে পরাজিত করেছে এবং রাজ্য সপ্তম সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বর্ধমানের সাতগ্রাম শাখা ২—০ গোলে আজিমগঞ্জ ওয়াই এম এ দলকে পরাজিত করেছে এবং রাণাঘাট টাউন হিরোর বিরুদ্ধে ওয়াক ওভারে জয়লাভ করে সেমিফাইনালে উঠেছে। বেলঘরিয়া দলের সঙ্গে খেলেছেন কলকাতা প্রথম ডিভিসন ফুটবলের তিন জন খেলোয়ার—কুমারটুলি ও এরিয়ানসের সমীরণ মুখারজি, পীযূষ চক্রবর্তী ও মানস ঘোষ। ৯

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্ষেতমজুর খুন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর—গতকাল এই থানার সন্তোষপুরে ধান কাটা নিয়ে বিরোধের ঘটনায় একজন ক্ষেতমজুর খুন হয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, গ্রামের সাখাওয়াৎ হোসেনের জমি ঠিকায় চাষ করতেন নতুনগঞ্জের একজন সম্পন্ন কৃষক পরিবার। এবারও যথারীতি ঠিকায় জমি চাষ করা হয়েছিল। এবার রাজ্য সরকার বর্গাদার নাম রেকরডের অভিযান শুরু করায় ঠিকাদারের নাম বর্গাদার রেকরড হবে ভেবে নিয়ে সাখায়াৎ হোসেন গতকাল ধান কাটার কাজে কয়েকজন ক্ষেতমজুর নিয়োগ করেন। তাঁরা সকালে ধান কাটার জন্য জমিতে গেলে ঠিকাদারের দল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডিমের জন্য স্ত্রী খুন

সাগরদীঘি, ২১ নভেম্বর—সামান্য একটা ডিমের জন্য ৯ নভেম্বর এই থানার ইসলামপুর গ্রামের আকলেমা বিবি তাঁর স্বামী রিয়াজুদ্দিনের হাতে ঘাড় মটকে মারা গিয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, আকলেমা ওই দিন তিনটি ডিম রান্না করেন। কিন্তু স্বামীকে দুটি ডিম না দেওয়ায় তিনি রেগে গিয়ে স্ত্রীর ঘাড় মটকে দেন। স্পাইনাল করড ভেঙে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই হাসপাতালে মৃত্যু ঘটে। আকলেমার বাবা সেকেন্দার সেখ জামাতা রিয়াজুদ্দিনসহ তিন ভাইয়ের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা রুজু করেছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব ॥

অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

পুলিশের কৃতিত্ব অথবা হঠকারিতা

৫ নভেম্বর গভীর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলা পল্লীতে টহলদার পুলিশের গুলিতে অজ্ঞাতকুলশীল এক-জনের মৃত্যু সংবাদ সকলকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। পুলিশ অবশ্য উক্ত ঘটনাকে তাহাদের কৃতিত্ব বলিয়া দাবি করিয়াছে। পুলিশের বক্তব্য নিহত ব্যক্তি একজন ডাকাত। ঘটনার দিন রাত্রে সে নাকি দলবল লইয়া ফুলতলায় বসবাস-কারী জনৈক ড্রাইভার-কনেসটেবলের বাসায় ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। পুলিশ ফাঁকা আওয়াজ করিলে সে নাকি বাড়ীর ছাদের টালি এবং বোমা ছুঁড়িয়া দুইজন পুলিশকে ঘায়েল করিয়াছিল। পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র তখন গর্জ্জাইয়া উঠিয়াছিল। নিক্ষিপ্ত দুই রাউণ্ড গুলির মধ্যে একটি গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল ওই ব্যক্তির শরীরে।

পক্ষান্তরে জনসাধারণের বক্তব্য, নিহত ব্যক্তিকে ফুলতলা পল্লীতে নাকি উন্মাদ অবস্থায় দেখা গিয়াছিল। হঠকারিতার বশবর্তী হইয়া পুলিশ তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়াছে।

উভয় পক্ষের বক্তব্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া রহস্য ঘনীভূত হইতেছে। পুলিশের বক্তব্য যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, বলিতে বাধা নাই, রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের নিকট ইহা বিরাট কৃতিত্ব। এবং সেই কৃতিত্বকে অবলম্বন করিয়া জনসাধারণ সাহসে বুক বাঁধিতে পারে। কেন না কিছুদিন পূর্বে এই শহরেরই উপকণ্ঠে মিঞাপুরে সশস্ত্র পুলিশের চোখের সম্মুখে যেভাবে রোমহর্ষক ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে লজ্জায় পুলিশের মাথা কাটা গিয়াছিল কিনা কেহ জানেন না; কিন্তু পুলিশের উপর আস্থা হারাইয়া জনগণ যে আতঙ্কে রাত্রি যাপন করিতেছিলেন—এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। এক্ষণে ফুলতলার ঘটনা যদি প্রকৃতই ডাকাতি হয়, তবে পুলিশের উপর আস্থা হারাইবার কোন কারণ নাই।

তথাপি কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। স্বল্প বেতনের একজন পুলিশ কর্ম-চারীর বাড়ীতে ডাকাতির চেষ্টা কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকে। তাও আবার একজন। আবার ডাকাতও অনেক সময় পাগল সাজে। কাজেই নিহত ব্যক্তি যে ডাকাত নহে—এ কথাও হলফ করিয়া বলা যায় না। তাহা হইলে প্রকৃত ঘটনা কি? সত্যই কি ইহা পুলিশের কৃতিত্ব? অথবা হঠ-কারিতা? এই জিজ্ঞাসা আজ সকলের মনে। সকলের বিশ্বাস, জেলার বর্ত-মান সুদক্ষ পুলিশ সুপার হয়ত পারিবেন রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রক্রিয়ার পত্রের প্রতিবাদ

অরুণবাবুর চিঠি আমাকেও অবাক করল। অরুণবাবু, আপনি না 'প্রক্রিয়া' সংস্থার রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক? ঐ চিঠি ও তার ভাষা কি কোনও শিক্ষিত কলমের মুখে শোভা পায়? আপনি যে পরি-মাণ উত্তেজিত হয়ে চিঠি লিখেছেন এবং শেষ বাক্যটিতে যে কথা পড়লাম, তাতে রাগতে গিয়েও আমি হেসে ফেলেছি। গভীর পুকুরে পাঁক না থাকলে ছুঁচালো বাঁশ তো পোঁতা যায় না! পাঁক থাকবে তবেই না খোঁচা লাগবে! আপনিই তো প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, আপনার পরিচালিত প্রক্রিয়ার জঙ্গিপুর শাখার কিছু সদস্য যা করবে তাকেই আপনি সমর্থন করবেন বা প্রয়োজনে যে কাউকে ঐভাবে রেগে গিয়ে 'ভদ্র-লোকের মুখোশধারী দুশ্চরিত্র বাবু'... ইত্যাদি বলে গাল পাড়বেন। জঙ্গি-পুরের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে ভালো না বাসলে আমাদের চিকিৎসা করবেন কেমন করে? আর প্রক্রিয়ার জনপ্রিয়তা আমার ঈর্ষার বস্তু কেন হতে যাবে বলুন তো? সারা রাজ্যের সংস্থাকেই বা একটা বিচ্ছিন্ন এলাকার ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে নিচ্ছেন কেন? আপনি নেতা। আপনাকে সব দিকে সমান দৃষ্টি রাখতে হবে, চোখ কান খোলা রাখতে হবে। অবশ্য আপনার বয়সটা আমার জানা নেই। আপনি আমার চ্যালেঞ্জও নয়, হুমকিও নয়, শুধু চায়ের নেমন্তন্ন গ্রহণ করুন। শুধু একটি কথা বলে 'প্রক্রিয়া' সম্পর্কে বরাবরের মতো জঙ্গিপুর সংবাদে চিঠি লেখা শেষ করছি, অরুণবাবু, আপনি এইটুকু জেনে রাখুন গত ৪/৫ বছর আগে আমাদের পাড়াতেই 'প্রক্রিয়া'র বহ-রমপুরের ছেলেরা বিচিত্রানুষ্ঠান করতে এসেছিলেন। কপাল, নাক কেটে রক্তাক্ত অবস্থায় অপমানিত হয়েও তাঁরা আমার ও আমার বন্ধুদের সাহায্যে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। এবং যারা ঢিল মেরে জখম করেছিল তাদের জন্যই আপনি শেষ পর্যন্ত ২/১টি ধুরন্ধর ছেলের কাছে একতরফা বক্তব্য শুনে এবং আমার দুঃখ করে লেখা চিঠিটা দেখে উত্তেজিত হয়ে আঙ্গে-বাঙ্গে লিখে প্রতিবাদ করলেন, যার কোনও যৌক্তিকতা নেই। দয়া করে আপনি নিজে আসুন আমি আপনাকে 'প্রক্রিয়া'র ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই। একদিকে কতিপয় কিশোরের অভব্য চঞ্চলতা ও বেপরোয়া উদ্দামতা অন্যদিকে আমাদের মতো গ্রাম গঞ্জ ঘরের বহু লোকের বন্ধুত্বপূর্ণ হাত-ছানি—দেখুন কি করবেন। —চিত্ত মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথগঞ্জ।

থানা ঘেরাও

ধুলিয়ান, ১৭ নভেম্বর—চর এলাকায় নতুন করে নতুন উদ্বাস্তুরা স্থানীয় জনসাধারণের জমির দখল নেওয়ায় এবং পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকার প্রতিবাদে গতকাল দুপুর থেকে রাত আটটা পর্যন্ত সামসেরগঞ্জ থানা ঘেরাও করা হয়। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার সত্বর নিষ্পত্তির প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। জানা যায়, ঘেরাও এবং জমি দখলে ইন্ধন জোগান বামফ্রন্টের দুটি শরীক দল।

ব্যবসায়ীর সততা

ধুলিয়ান, ২১ নভেম্বর—সম্প্রতি 'পপি ষ্টোরস্' এর মালিক আবদুল গোফুর স্থানীয় সিনেমা রোডের ওপর দু'হাজার টাকা কুড়িয়ে পান এবং মালিককে খুঁজে বের করে তাঁর হাতে সম্পূর্ণ টাকা তুলে দেন। নগরবাসীরা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর সততায় মুগ্ধ হয়েছেন।

বন্যাত্রাণ তহবিলে দান

জঙ্গিপুর মহাবীরতলা সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে ৫১ টাকা দান করেছেন। রঘুনাথগঞ্জ লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল লেখক সমিতি মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে দান করেছেন ১০০ টাকা। একই তহবিলে দান করেছেন বংশবাটী অঞ্চলের আলোয়ানী রাতুরী ও বংশ-বাটী গ্রামের জনসাধারণ ১২৭১ টাকা এবং বংশবাটী হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ১০৯ টাকা।

ভূতুড়ে বিদ্যুৎ বিল

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ নভেম্বর—সম্প্রতি শহরের বিজন হাজরা নামে এক যুবকের কাছে স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগের এক ভূতুরে বিল এসেছে। তাতে ৮৬৩-ডি কানেকসনের দরুণ হাজরাকে ৩১ ইউনিটের ১৭৯৩ পয়সা মেটাতে বলা হয়েছে ২০ নভেম্বরের মধ্যে। নতুবা তাঁর কানেকসন কেটে দেওয়া হবে বলে নোটিশে জানানো হয়েছে। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট যুবক বিদ্যুৎ বিভাগে যোগাযোগ করলে তাকে ৮৫৯-ডি কানেকসনের ভিত্তিতে ঐ টাকা জমা দেওয়ার কথা বলা হয়। হাজরার নামে পশ্চিমবাংলার কোথাও কোন বিদ্যুতের কানেকসন না থাকা সত্ত্বেও বিল আসায় তিনি তাজ্জব বনে গেছেন।

সমবায় সমিতির আন্দোলন

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১০ নভেম্বর—ফরাক্কা ব্যারেজ কো-অপারেটিভ ইউ-নিয়নের সাধারণ সম্পাদক রনজিত ঘোষকে ৫ নভেম্বর গলাধাক্কা দিয়ে কো অপারেটিভ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগে সোসাইটির ডাই-রেকটর অজিত নাগের উপর কর্ম-চারীরা ক্ষুব্ধ হন। গতকাল ইউ-নিয়নের সভাপতি প্রদীপ নন্দী ডাইরেকটরদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এহেন জঘন্য আচরণের প্রতিকার দাবি করেন। অন্যথায় কর্মীরা আন্দোলনে নামবেন বলে তিনি হুঁশিয়ার করে দেন।

দুটি প্রশিক্ষণ শিবির

মিরজাপুর, ১৮ নভেম্বর—নেহেরু যুব কেন্দ্র ও যুবকল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নবভারত স্পোরটিং ক্লাবে জিমন্যাসটিক প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করা হয়েছে। ৫০ জন শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। সমাপ্তি দিবস উপলক্ষে ৩০ নভেম্বর একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

আজ একই উদ্যোগে নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবে মেয়েদের জন্য ছ'মাসের তাঁতশিল্প প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হয়েছে। শিক্ষণরতা মহিলাদের স্বয়ংসম্পন্ন করে তোলার জন্য ইউ-নাইটেড ব্যাঙ্কের রঘুনাথগঞ্জ শাখা এগিয়ে এসেছেন এবং ১০ শতাংশ অনু-দানের ব্যবস্থা করেছেন। শিবিরে গ্রামের ৪৫ জন শিক্ষিতা বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা শিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ / সত্যনারায়ণ ভকত

মিরজাপুরের কার্তিক লড়াই

মিরজাপুরের কার্তিক লড়াই কাটোয়ার কার্তিক লড়াই-এর পরই একটি বিখ্যাত আঞ্চলিক উৎসব। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মিরজাপুর গ্রামে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির রাত্রে এই উৎসবের সূচনা হয়, পরের দিন রাত্রে মহাসমারোহে শোভাযাত্রা সহকারে ভাসানের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ওই দিন কার্তিক পূজো জেলার সর্বত্র হয়, কিন্তু মিরজাপুরের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ কার্তিক পূজো এবং কার্তিক লড়াই কোথাও হয় না। ঠিক কবে থেকে এখানে এই উৎসবের প্রচলন হয়, তা জানা যায় না। তবে প্রবীণ লোকেদের কাছ থেকে জানতে পারা যায়, সপ্তদশ শতকের অথবা তারও আগে কোন সময় থেকে মিরজাপুরে কার্তিক লড়াই-এর পত্তন ঘটে। অনেকের অনুমান, বারবণিতারা এখানকার উৎসবের গোড়াপত্তন করে। সন্তানধারণ তাদের সাজে না বলে, তারা খোকা কার্তিক বা নেংটা কার্তিক পূজোর মাধ্যমে মাতৃত্বের তৃপ্তি লাভ করে। 'শোনা যায়, ভাগীরথী-অজয় নদী সংযোগ কূলবর্তীর বারবণিতারা এ ধরনের মূর্তিপূজার প্রবর্তন করেছিল। অতীতে কাটোয়া একটি বড় ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। জলপথে দেশবিদেশের ব্যবসায়ীরা এখানে আসতেন। তাঁরা সাময়িকভাবে বসবাস করতেন। সেই সুবাদে নাকি বারবণিতাদের একটি আস্তানা নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। সে আস্তানা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।' (কাটোয়ার কার্তিক লড়াই—মানিক সরকার, পশ্চিমবঙ্গ, ৪—২৫ মার্চ, ১৯৭৭)। এই সূত্র ধরে মিরজাপুরে বারবণিতাদের কার্তিক পূজো পত্তন সম্পর্কে অনুমান করা হয়, ভাগীরথীর নিকটবর্তী এই জনপদ বহু প্রাচীন এবং রেশম শিল্পে সমৃদ্ধ। মিরজাপুরের রেশম শিল্প জগদ্বিখ্যাত। সেই কারণে ব্যবসায়ীদের আনাগোনাও যথেষ্ট। সেই সুবাদে বারবণিতাদের আস্তানা গড়ে ওঠা এবং কার্তিক লড়াই উৎসবের প্রবর্তন হওয়া বিচিত্র নয়। অবশ্য এই অনুমানের সমর্থনে কোন তথ্য উদ্ধার করা যায়নি।

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার মত এখানকার কার্তিক মূর্তিগুলিতে ব্যাপক বৈচিত্র্য না থাকলেও 'বুড়ো কার্তিক' এর বিশেষত্ব এখানকার উৎসবের আকর্ষণ বাড়ায়। 'বুড়ো কার্তিক' মিরজাপুরের একটি প্রাচীন পূজো, তাই উৎসবেও প্রাচীনত্বের ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

বুড়ো কার্তিককে নিয়ে এখানে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ২০০ বছরেরও বহু আগে মিরজাপুর অঞ্চলের বিজয়পুর মৌজায় যে জায়গা থেকে বুড়ো কার্তিককে পাওয়া যায়, সেই জায়গাটি ছিল একটি সারগর্ত। অর্থাৎ যাবতীয় আবর্জনা ওই গর্তে ফেলা হত। সেখান থেকে একবার হঠাৎ এক কার্তিক মূর্তি পাওয়া যায়। সেই থেকেই সেখানে কার্তিক পূজোর প্রচলন হয় এবং সেই কার্তিক ক্রমশঃ বুড়ো কার্তিকে পরিণত হন।

বুড়ো কার্তিকের পূজো বড় বিচিত্র। পুত্রসন্তান লাভের আশায় অনেকে বুড়ো কার্তিককে মানসা দিয়ে নাকি ফল লাভ করেন। যাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তাঁরা মূর্তি গড়ার সময় একটি পুতুল কার্তিক গড়ে দেন। এইভাবে প্রত্যেক বছর বুড়ো কার্তিকের সঙ্গে পুতুল কার্তিকের সংখ্যা বাড়ে। শোনা যায়, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে কোন কারণেই হোক, একবার বুড়ো কার্তিকের পূজো ব্যাহত হয়। কার্তিক সংক্রান্তির রাত্রে নাকি মণ্ডপ থেকে উজ্জ্বল আলো বের হতে দেখা যায়। ভয়ে হোক বা ভক্তিতেই হোক, পরদিন গ্রামবাসীরা মণ্ডপে ঘটপূজো দিয়ে সেবারের মত নিশ্চিন্ত হন। তারপর থেকে পূজো অবশ্য অব্যাহত আছে।

একটি কাঠের পাটাতনে মাঝখানে বুড়ো কার্তিক উপবেশন করেন। তাঁর দুইপাশে ময়ূরের উপর থাকে দুই খোকা কার্তিক। তাদের দুই পাশে দুই সেপাই দণ্ডায়মান। পুত্রসন্তান লাভের আশায় মানত প্রথা এখনও চালু আছে। যাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, বুড়ো কার্তিকের পাশে খোকা কার্তিক তাঁরাই গড়ে দেন। পূজো হয় প্রাচীন পদ্ধতিতে, সংকল্প হয় নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের নামে। রামকৃষ্ণ মিরজাপুরের নিকটবর্তী গ্রাম সিদ্ধিকালীতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে বুড়ো কার্তিকের কি সম্পর্ক তা অবশ্য জানা যায় না।

বুড়ো কার্তিকের পরই শিব গণেশ-কার্তিক উল্লেখযোগ্য। শিব-গণেশ-কার্তিক আগে কুঠিবাড়ীর শিব নামে পরিচিত ছিল। বিংশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে কুঠিবাড়ীর শিব শিব-গণেশ-কার্তিকে পরিবর্তিত হয়। একই পাটাতনে তিনটি মূর্তি উপবিষ্ট থাকে। মাঝখানে সিংহাসনে উপবেশন করেন শিব। তাঁর বাঁদিকে থাকে জোড়া কার্তিক, ডানদিকে গণেশ। কাপড়ের চালিতে নানা রকম মূর্তি আঁকা হয়। দিনে এই পূজো হয়।

এ ছাড়াও আছে নেংটা বা খোকা কার্তিক, রাজ কার্তিক প্রভৃতি। রাজ কার্তিক পূজো এখন প্রায় উঠে গেছে। প্রতিটি কার্তিকেরই ষোড়শ উপাচারে পূজো হয়। এই সময় পূজো হয় ভৈরবেরও। কেন হয় কে জানে?

সংক্রান্তির পর দিন উদ্‌যাপিত হয় কার্তিক লড়াই উৎসব। লড়াই বলতে ঠিক যা বোঝায় সেরকম কিছু হয় না। ওই দিন পাকুড়তলায় মেলা বসে একদিনের জন্য। মিষ্টি, প্রসাধনসামগ্রী প্রভৃতির দোকান বসে, নাগরদোলা দু'পয়সা রোজগারের আশায় আসর জমিয়ে বসে। আগে ম্যাজিক, সার্কাস প্রভৃতি আসতো। একবার গ্রামে বসন্ত রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটায় মেলা বন্ধ রাখা হয়। মেলায় ভীড় হয় অস্বাভাবিক ধরনের। লাঠিয়াল ও মাতালদের ভীড় নেহাৎ কম হয় না। মেলা উৎসবের রাত্রে জমে ওঠে। মেলার মধ্যেই একফালি জায়গায় গ্রামের সমস্ত কার্তিক নিয়ে আসা হয়। আর আসে ভৈরব। ভৈরব আসার পর অনুষ্ঠিত হয় মহবিল। অর্থাৎ মহামিলন। মহবিলের পদ্ধতি একই—কাঁধে ঠাকুর নিয়ে নাচা। পরে গ্রাম পরিক্রমা এবং সব শেষে বিসর্জন। কার্তিক লড়াই উৎসবের পরিসমাপ্তি। লড়াই বলতে আগে বোঝাতো, কে আগে ঠাকুর নিয়ে যাবে তার লড়াই। সেই লড়াইয়ে অনেক সময় ঠাকুর ভেঙে যেত। তাকে বলা হত কার্তিক লড়াই। এখন সে সব আর কিছুই হয় না। কার্তিক পূজোর সংখ্যাও ফিবছর কমে আসছে।

স্কুটার বিক্রী

চালু অবস্থায় একটি রাজদূত স্কুটার বিক্রী আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। —অনিল কর্মকার
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা
(মুর্শিদাবাদ)।

মিত্র বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং, রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—কলকাতা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্তন: রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জী. ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

আবির্ভাব দিবস উদযাপন

সাগরদীঘি থানার বালিয়া রামানন্দ যোগাশ্রমে অন্যান্য বছরের মত এবারও মহাযোগেশ্বর শ্রীশ্রীমদ্ স্বামী রামানন্দ সরস্বতী মহারাজ ও শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী দেবীর আবির্ভাব দিবস মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

ডিমের জন্য স্ত্রী খুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গেছে। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

বোমা বিস্ফোরণে জখম ঃ আজ রঘুনাথগঞ্জ থানার ধনপতনগরে বোমা বিস্ফোরণে দু'জন গ্রামবাসী জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁরা দাবি করেছেন, প্রতিপক্ষ বোমা মেরে তাঁদের জখম করেছেন। প্রতিপক্ষের বক্তব্য, বোমা তৈরীর সময় বিস্ফোরণে তাঁরা জখম হয়েছেন।

ক্ষেতমজুর খুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তাঁদের তাড়া করে। খড়খড়ি সাঁতরে সকলে পালাতে সক্ষম হলেও খুরসেদ সেখ নামে একজন ক্ষেতমজুর পিছিয়ে পড়েন। তিনি সাঁতার কেটে খড়খড়ি পার হওয়ার সময় মাথায় ডাঙা থেকে নিক্ষিপ্ত কোন ভারী বস্তুর আঘাতে তলিয়ে যান এবং যতবার ওঠার চেষ্টা করেন ততবারই লাঠির খোঁচায় তাঁকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। পুলিশ এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং নতুন গঞ্জের ঠিকাদার চাষীর বন্দুক সীজ করেছে।

এস এস এ ফুটবল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ডিসেম্বর এই দলের হয়ে আসানসোল বুধা ফুটবল দলের বিরুদ্ধে ইষ্টবেঙ্গলের রাইট ব্যাক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য খেলবেন বলে জানানো হয়েছে। আরো জানানো হয়েছে যে, ২ ডিসেম্বর কলকাতার যাদবপুর চন্দন স্পোরটিং ক্লাবের হয়ে খেলবেন কলকাতা প্রথম ডিভিসনের পিনাকী মুখারজি ও রাজস্থানের তপন দাস।

খেলার আরো খবর ঃ মিরজাপুর থেকে সংবাদদাতা জানিয়েছেন, রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক স্পোরটস এ্যাসোসিয়েসন আয়োজিত ফুটবল টুর্ণামেণ্টের ফাইনাল খেলায় মিরজাপুর নবভারত স্পোরটিং ক্লাব বিজয়ী ও রাজানগর প্রগতি সংঘ বিজিতের সম্মান লাভ করেছে।

ষ্টেশন রোড অন্ধকার

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে জঙ্গিপুর রোড রেলষ্টেশনে যাতায়াতের রাস্তায় আলো জলছে না। কোন কোন লাইটপোষ্টে বাল্ব আছে আবার কোনটিতে নাই কিন্তু কোন পোষ্টেই আলো জলছে না। ফলে যাত্রী সাধারণের অসুবিধার শেষ নাই। ছিনতাইকারী, দুষ্কৃতকারী ও সমাজবিরোধীদের সুযোগ-সুবিধাও সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে। অন্ধকারের ফলে রাতের বেলায় নানা রকমের সুযোগসন্ধানী এখানে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করছে। অবিলম্বে এই রাস্তায় আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তের মাস পরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘ তের মাস পর পেনসন প্রাপকদের কাছে বাড়তি টাকা দেওয়ার আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ-২ ফরমটি চার কপি করে পুনরায় পূরণের নির্দেশ এসেছে। এর আগে সংশ্লিষ্ট ফরমটির দু'কপি করে পেনসন গ্রহীতারা পূরণ করে অর্থ দপ্তরে পাঠান। ১৯৭৬ সালে ৫২২৫-পি মেমোতে বিগত সরকার পেনসনের হার বাড়ান। কিন্তু দু'বছর পরেও তা কার্যকর হয়নি। আবার নতুন করে ফরম পূরণ করতে বলায় বাড়তি টাকা পেতে আরো দীর্ঘ সময় কেটে যাবে। পেনসন গ্রহীতাদের ক্ষোভ, একটা ছোট্ট সিদ্ধান্ত নিতে এই দীর্ঘ সময় ধরে টালবাহানা করার কারণ কি? এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ব্লক কংগ্রেস কমিটি

সম্প্রতি সাগরদীঘি ও সামসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন নৃসিংহ মণ্ডল এবং মহঃ নুরুজ্জামান ও কাজেম আলি। সামসেরগঞ্জ কমিটির সভাপতি সাইদুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মহঃ সাজাহান নির্বাচিত হন। —প্রাপ্ত

ডাক ট্রেন চলছে

সাগরদীঘি, ১৭ নভেম্বর—একটানা সাড়ে চার মাস বন্ধ থাকার পর আজিমগঞ্জ —নলহাটী শাখা রেলপথের ২ এ এন ডাউন নলহাটী—আজিমগঞ্জ ও ৩ এ এন আপ আজিমগঞ্জ—রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুটি আজ থেকে আবার চালু হয়েছে।

শিক্ষক সমিতি গঠন

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাগরদীঘি থানা কমিটি গঠিত হয়েছে। কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন সভাপতি অনুজকুমার চ্যাটার্জি, সাধারণ সম্পাদক রামপদ দাস এবং সম্পাদক জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য ও আনুয়ার ইসলাম।—প্রাপ্ত

বসত বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গিপুর সহরে সদর রাস্তার উপর ভদ্র পরিবেশে উপযুক্ত বাসোপযোগী বহু বারান্দাযুক্ত মজবুত দোতলা বাড়ী সেনিটারী পায়খানা, জলকল, ইলেকট্রিক ফিটিং ইত্যাদ সুব্যবস্থা আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীঅরবিন্দ কর্মকার, জঙ্গিপুর মহাবীরতলা।

নাম পরিবর্ত্তন

আমি, শ্রীনিতাইপদ কর্মকার, সাং জাগলাই, পোঃ তাঁতিবিরল, থানা সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ) ১৬ নভেম্বর, ১৯৭৮ থেকে জঙ্গিপুর একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আফিডেবিট করে শ্রীনিত্যপ্রসন্ন কর্মকার নামে পরিচিত হলাম।

স্বাঃ শ্রীনিত্যপ্রসন্ন কর্মকার

কালান্তক মস্তিষ্ক প্রদাহ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরিষ্কার করা হয়নি। রঘুনাথগঞ্জ ৫ নং ওয়ার্ডে তহবাজার সংলগ্ন পুকুরের পরিবেশ সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। পুকুর দুটি একজন পুর নাগরিকের। পুরসভার ড্রেনের ময়লা পুকুরকে বিষাক্ত করেছে। কচুরীপানা সেই পরিবেশকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। এ সম্পর্কে পুরপতি এক প্রতিনিধি দলকে বলেন—তিনি সব রকম সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর সময়ের অভাব এ সম্পর্কে কার্যকরী ভূমিকা নিতে তাঁকে বাঁধা দিচ্ছে।

ঠিক এই অবস্থায় ম্যাকেঞ্জী পার্কের রাস্তার আশেপাশের ড্রেনগুলো রুদ্ধ হয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট নীচু এলাকায় জল প্রবেশ করতে শুরু করেছে। সেই ড্রেনের মধ্যেই জন্ম নিয়েছে কচুরীপানার স্তূপ। অথচ এখানে ড্রেন সংস্কারের একটি অনুমোদিত প্রকল্প বহুদিন ধরে পড়ে রয়েছে। পুরসভা শহরের স্বার্থরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে বহু নাগরিকের অভিযোগ।

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।